তারাদের কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ জানুয়ারি ২০১৯ নয়

বাঙালির মননচর্চার সেরা পার্বণ সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা। রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবনে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত পাঁচদিনের এই উৎসবের সূচনা হয়েছে গতকাল শুক্রবার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদান করা হল বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কার। কারা কোন কৃতিত্বের জন্য পেলেন এই সম্মান-সন্দর্ভ? জানালেন অংশুমান চক্রবর্তী

সাহিত্য স্মৃতি সাহিত্য কৃতী

সাহিত্য উৎসব ও লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলা : ৩০০ লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্ভার, ৩০০ কবি-লেখকের সম্মিলন। পাশাপাশি স্মারক বক্তৃতা, সম্মাননা জ্ঞাপন, আলোচনা, সংগীত, গল্প ও কবিতা পাঠ। সাহিত্য উৎসব ও লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলা উপলক্ষে জমজমাট বিধাননগর রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবন ও প্রাঙ্গণ। গতকাল এই উৎসবের উদ্‌বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়, কবি জয় গোস্বামী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিব পিয়ালী সেনগুপ্ত, বাংলা আকাদেমির সচিব গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি শাঁওলী মিত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত এই সাহিত্য পার্বণ চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও বহির্বঙ্গের বিশিষ্ট কবি-লেখক ও ছোটো পত্রিকার অংশগ্রহণে সার্থক হয়ে উঠেছে রাজ্য সরকারের এই সারস্বত আয়োজন।

সৃষ্টিতে মগ্ন, পরিবেশ সচেতনও
জয়া মিত্র

সাহিত্য সৃষ্টির পরিসর বিস্তীর্ণ। তিন দশকের বেশি সময় ধরে সচল তাঁর লেখনী। তিনি কবি, কথাসাহিত্যিক, স্মৃতিকথা লেখক এবং পরিবেশ বিষয়ক আলোচক। তাঁর রচনা মূলত নারীকেন্দ্রিক। বহু জায়গার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর জীবন। বেনারস, কার্শিয়াং, কলকাতা, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও আসানসোল। ২২ বছর ধরে সম্পাদনা করে চলেছেন 'ভূমধ্যসাগর' পত্রিকা। বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য তিনি পেলেন সুধা বসু স্মারক সম্মান।

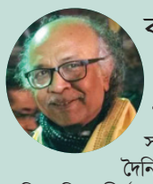

বটতলা শিল্পের গবেষক
অসিত পাল

শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতায়। শিক্ষা নিয়েছেন সরকারি আর্ট কলেজ থেকে। কর্মসূত্রে একটি বিখ্যাত দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৩০ বছর। বটতলার শিল্প নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন। একই সঙ্গে লেখা এবং চিত্রচর্চা করতে ভালোবাসেন। দেশে-বিদেশে বহু একক প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস এবং ললিত কলা অ্যাকাডেমির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি পেলেন তাপসী বসু স্মৃতি সম্মান।

মননে সাহিত্য ও চিত্রকলা
রাহুল পুরকায়স্থ

দেশ শ্রীহট্ট হলেও, জন্ম কলকাতায়। কবিতা লিখছেন প্রায় তিন দশক ধরে। বইয়ের সংখ্যা দশ। হিন্দি এবং ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে তাঁর বেশ কিছু কবিতা। পেশায় গণমাধ্যমের কর্মী। কবিতার পাশাপাশি লেখেন গদ্যও। ভূমেন্দ্র গুহর কবিতা সংগ্রহ সম্পাদনা করেছেন। দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও চিত্রকলায় তাঁর প্রবল আগ্রহ। বেড়াতে ভালোবাসেন। বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য তিনি পেলেন আলপনা আচার্য স্মারক সম্মান।

নাগরিক কথাকার
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম এবং বেড়ে ওঠা হুগলির উত্তরপাড়ায়। কলা বিভাগের স্নাতক পড়াশোনা করেছেন ফটোগ্রাফি নিয়ে। যুক্ত ছিলেন নাট্যদল ও সিনে ক্লাব আন্দোলনের সঙ্গে। নয়ের দশকে বৃহত্তর পাঠক-সমাজের সামনে আত্মপ্রকাশ। বড়ো এবং ছোটোদের জন্য লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক। প্রকাশিত হয়েছে ৩৩টি বই। পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। ফটোপ্রিন্টিং সংস্থার কারিগরি বিভাগের প্রধান। কথাসাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য পেলেন শান্তি সাহা স্মারক সম্মান।

ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী
হিন্দোল ভট্টাচার্য

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র। পেশায় বিজ্ঞাপনের কপিরাইটার ও মুক্ত সাংবাদিক। কবিতা লিখছেন নয়ের দশক থেকে। পাশাপাশি লেখেন প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস। সাহিত্য অকাদেমির হয়ে জার্মান-বাংলা কবিতা অনুবাদের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। কাজ করেছেন গারো কবিতা নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে ৩০০ বছরের জার্মান কবিতার অনুবাদের কাজও করছেন। ভালোবাসেন বেড়াতে, নানান বিষয়ের বই পড়তে। তাঁকে প্রদান করা হল অনিতা-সুনীলকুমার বসু স্মারক সম্মান।

সমালোচনামূলক প্রবন্ধের কবি
রঞ্জিত সিংহ

জন্ম এবং পড়াশোনা কলকাতায়। কাজ করেছেন বিজ্ঞাপনের জগতে। মূলত কবি। লিখেছেন সমালোচনামূলক প্রবন্ধও। প্রায় ১৫টি কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে ৩টি প্রবন্ধ গ্রন্থও। লিখেছেন আত্মজীবনীমূলক বই 'তবু শূন্য শূন্য নয়'। টি এস এলিয়েট, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর কবিতা অনুবাদ করেছেন। কয়েক বছর মণীন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। বাংলা কাব্য সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য তিনি পেলেন বিভা চট্টোপাধ্যায় স্মারক সম্মান।

সামাজিক সম্পাদক
নীলকমল সরকার

লেখালিখি, পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদনা করতেন 'কলাবৃত্ত'। পরিচালনা করেছেন বাদকুল্লা বইমেলা। পেয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী ও নবারুণ ভট্টাচার্যর সান্নিধ্য। যুক্ত ছিলেন 'ভাষাবন্ধন', 'বর্তিকা' পত্রিকার সঙ্গেও। ২০০৮ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'অক্ষরেখা' পত্রিকার নবারুণ ভট্টাচার্য সংখ্যা। ২০১০ সালে প্রকাশ পায় সুধীর চক্রবর্তী সংখ্যা। 'অক্ষরেখা' পত্রিকার মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যার জন্য তিনি পেলেন লিটল ম্যাগাজিন স্মারক সম্মান।

প্রবীণ সম্পাদক
অর্ঘকুসুম দত্তগুপ্ত

জন্ম কুমিল্লায়। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে ওঠা। পড়াশোনা সেখানেই। জীবনের বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছেন মাতুলালয়ে। দেশ ভাগের পরে চলে আসেন কলকাতায়। ছাত্রাবস্থা থেকেই লেখালিখির শুরু। মূলত প্রবন্ধ লেখেন। স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ। পঞ্চাশ বছর ধরে সম্পাদনা করছেন 'সমতট' পত্রিকা। বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনায় সামগ্রিক অবদানের জন্য তিনি পেলেন বাংলা আকাদেমি-মধুপর্ণী স্মারক সম্মান।

ছদ্মবেশী মনের কবি
অর্পিতা কুণ্ডু

বেড়ে উঠেছেন বাঁকুড়ায়। বর্তমানে থাকেন মেদিনীপুরে। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। বিভিন্ন বাণিজ্যিক-অবাণিজ্যিক পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সময় সুযোগ পেলেই বাংলা কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে 'মিউজ ইন্ডিয়া'তে। বেড়াতে ভালোবাসেন। 'গাঙ্গেয় যমুনার তীরে' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই বইয়ের জন্যই ছদ্মবেশী মনের কবির হাতে তুলে দেওয়া হল শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মারক সম্মান।

স্প্যানিশ অনুবাদক
জয়া চৌধুরি

মূলত অনুবাদক। প্রকাশিত হয়েছে ৫টি অনুবাদ ও ১টি মৌলিক গ্রন্থ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু পত্রিকা ও ব্লগে নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। একুশটি দেশের জাতীয় ভাষা স্প্যানিশের বিপুল বিস্তৃত সাহিত্য জগতের অজানা মণিমাণিক্য বাঙালি পাঠকদের গোচরে আনার কাজে নিয়ত নিরত। কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্ক ও সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। অবসরে সেতার বাজান, নাটক করেন। তিনি পেলেন লীলা রায় স্মারক সম্মান।

নবীন ছোটোগল্পকার
শমীক ঘোষ

জন্ম কলকাতায়। পদার্থবিদ্যার স্নাতক। চাকরিসূত্রে দীর্ঘদিন ছিলেন আহমেদাবাদ ও মুম্বইয়ে। ২০১৪ সালে ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে চলে আসেন সাহিত্যচর্চা ও সিনেমা তৈরির নেশায়। টেলিভিশনের স্ক্রিপ্ট লিখেছেন। করেছেন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা। পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি যুব পুরস্কার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইলা চন্দ পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ 'এলভিস ও অমলাসুন্দরী'। নতুন প্রজন্মের এই ছোটোগল্পকারের হাতে অর্পণ করা হল সোমেন চন্দ স্মারক সম্মান।

রং তুলির লেখক
দেবাশীষ দেব

জন্ম কলকাতায়। সরকারি আর্ট কলেজের এই কৃতী ছাত্র কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন একটি বিখ্যাত সংবাদ সংস্থার সঙ্গে। অলংকরণের পাশাপাশি এঁকেছেন বহু বিখ্যাত বই ও পত্রিকার প্রচ্ছদ। ব্যঙ্গচিত্রী হিসাবেও তাঁর দারুণ কদর। অংশ নিয়েছেন বহু চিত্রকলার কর্মশালায়। তুলির পাশাপাশি হাতে তুলে নিয়েছেন কলম। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা বইও। তাঁকে প্রদান করা হল মনোজমোহন বসু স্মারক সম্মান।

সংগীতের উৎস-সন্ধানী
অম্লান দাশগুপ্ত

জন্ম দিল্লিতে। পড়াশোনা কলকাতায়। উচ্চশিক্ষার জন্য গেছেন বিদেশে। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতী ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রাচীন পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। সংগীতের উৎসসন্ধান ও রক্ষণাবেক্ষণেও তাঁর অগাধ উৎসাহ। তৈরি করেছেন একটি সংগীত সংগ্রহশালা। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা সংগীত ও অন্যান্য বিষয়ের বেশ কয়েকটি বই। তিনি পেলেন সুপ্রভা মজুমদার স্মারক সম্মান।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চিন্তক
সৌরেন সমাজদ্বার

শিক্ষকতা করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের অবদান নিয়ে নিরন্তর চর্চা করে চলেছেন। এই বিষয়ে লিখেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়েও তাঁর গভীর অধ্যয়ন। এই বিষয়ে বলেন বিভিন্ন আলোচনাসভায়। আবৃত্তিচর্চা করেন। দীর্ঘদিন ধরেই সম্পাদনা করছেন গবেষণামূলক পত্রিকা 'ধ্রুপদী এষণা'। প্রকাশিত হয় বিশেষ সংখ্যাও। সেরা লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে এই পত্রিকা পেল লিটল ম্যাগাজিন স্মারক সম্মান।

নবীন গবেষকের আশ্রয়
চিরঞ্জীব শূর

একটি বহুজাতিক সংস্থা থেকে মানবসম্পদ আধিকারিক হিসাবে অবসর নিয়েছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা লেখেন। লেখেন প্রবন্ধও। প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ। ১৯৮৭ সাল থেকে সম্পাদনা করছেন 'আলোচনাচক্র পত্রিকা'। প্রকাশিত হয় শুধুমাত্র গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। এই পত্রিকায় প্রবীণদের তুলনায় নবীন ব্যতিক্রমী গবেষকদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাধারণ সংখ্যার জন্য এই পত্রিকা পেল লিটল ম্যাগাজিন স্মারক সম্মান।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্‌ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার

সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্‌ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলা ছবির এ বছরের জন্য মনোনীত সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের নাম ঘোষণা করল। নন্দন ২-এ অনুষ্ঠিত 'সিনেমার সমাবর্তন' শীর্ষক এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী এবং সংস্থার সম্পাদক সাংবাদিক নির্মল ধর। পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বাংলা এবং আন্তর্জাতিক সিনেমায় তাঁর অবদানের জন্য লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাবেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে একটি আলোচনাও হয়, বিষয় কনটেন্ট ইজ দ্য কিং ভার্সেস অডিয়েন্স ইজ দ্য কিং। অংশ নেন উপস্থিত অতিথিরা এবং নির্মল ধর। প্রত্যেকেই নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। চিরঞ্জিত বলেন, 'যদি ডব্লিউবিএফজে-তে বাণিজ্যিকভাবে সব থেকে সেরা ছবি ও তার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কার দেবার একটা ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে দর্শকদের পছন্দ স্বীকৃতি পাবে এবং এর ফলে সিঙ্গল স্ক্রিনের বন্ধ হওয়াও হয়তো আটকানো যাবে।' এই সূত্রে প্রসেনজিৎ বলেন, 'বাণিজ্যিক ছবি না বাঁচলে ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে না।' নির্মল ধর এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে বলে জানিয়েছেন।

কলকাতা থেকে পঞ্জাব, বন্ধ হল অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার ছবির শো

চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার ছবির প্রদর্শন। নিরাপত্তার অজুহাতে কলকাতার হিন্দ সিনেমা হলে আচমকা এ ছবি দেখানো বন্ধ করে দিল সাদা পোশাকের পুলিশ। এ ছবিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসকর্মীদের তরফ থেকে মোদির কুশপুতুলও পোড়ানো হয়। কলকাতার যুবকংগ্রেসীদের দাবি, এই ছবিতে গান্ধি পরিবারকে অসম্মান করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে গান্ধি পরিবারের নামে বদনাম করতেই ইচ্ছাকৃতভাবে এই ছবি তৈরি করা হয়েছে, এমন অভিযোগও ওঠে।

তবে এখানেও শুরু হয়ে যায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। অধীরপন্থীদের এই বিক্ষোভে বেজায় চটেছেন খোদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধির নাম করে এক সার্কুলার জারি করা হয়েছে সোমেনবাবুর তরফ থেকে। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সভাপতি চান না, কোনো সিনেমাকে কেন্দ্র করে এমন বিক্ষোভ হোক। তাই ছবির প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়ার মতো কাজ যেন কখনোই না করা হয়।

অন্যদিকে কংগ্রেসের বিক্ষোভে লুধিয়ানাতেও বন্ধ হয়ে যায় এই ছবির প্রদর্শন। শো শুরুর আগে সেখানকার এক মাল্টিপ্লেক্সের সামনে লাগাতার বিক্ষোভের জেরে মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ ছবি দেখানো শুরুই করেননি। অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত, এমনই জানানো হয়েছে তাঁদের তরফ থেকে। অবশ্য লুধিয়ানা থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে চণ্ডীগড়ে এ ছবি দেখানো হয়েছে নিরাপদেই।

ছাড়া পেলেন রাকেশ রোশন

নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেলেন রাকেশ রোশন। সম্প্রতি তাঁর গলার ক্যান্সারের অপারেশন হয়েছে। হৃত্বিক জানিয়েছেন, সেই অপারেশন সফল। শুক্রবার তাঁর বাবার ডিসচার্জের খবর টুইটারে দিয়েছেন হৃত্বিক। লিখেছেন, 'জীবন থামবে না। জীবন জিতবে। বাবাকে ছাড়ব না।'

শিশুপাঠ্যে দীপিকা

মানসিক ডিপ্রেশন কীভাবে কাটিয়ে উঠতে হয়, তার জ্বলন্ত নজির দীপিকা পাড়ুকোন। তাঁর গল্প এবার ধরা থাকছে ছোটোদের জন্য লেখা এক বইয়ে। দেশের ৫১ জন মহিলার জীবন থেকে নেওয়া প্রেরণামূলক গল্প থাকছে এখানে। লিখছেন লক্ষ্মী নাম্বিয়ার, রীমা গুপ্তা, সারদা আক্কিনেনি। নাম 'দ্য ডট দ্যাট ওয়েন্ট ফর আ ওয়াক।'

ভারতে ঝড় তুলে আমেরিকায় তনুশ্রী

নানা পটেকরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনে বলিউডে মি-টু আন্দোলনের শুরুটা করেছিলেন তিনি। তনুশ্রী দত্তর দেখানো পথে তারপর থেকে একের পর এক 'ভুক্তভোগী' মুখ খুলেছেন। নড়ে গেছে অনেক রাজামহারাজার গদিও। এমনকি নানা পটেকরকেও ছাড়তে হয়েছে হাউসফুল ৪-এর কাজ। এবার যেন তাঁর খানিকটা 'বিশ্রাম'। অন্তত ৬ মাস এদেশে কাটানোর পর আমেরিকা ফিরে গেলেন তনুশ্রী। তাঁর ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তনুশ্রী জানিয়েছেন, এই জার্নির দীর্ঘ সময়টাতে বহু অবাঞ্ছিত ফলোয়ারদের নিজের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কাজটা করছেন তিনি। তাঁর ভবিষ্যতের আপডেটগুলো সবই এবার থেকে শুধুই শুভার্থীদের জন্য থাকবে বলে জানিয়েছেন তনুশ্রী।

থ্যাকারে নিয়ে গর্বিত নওয়াজ

আবার বায়োপিক, আবার নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। এবার বালাসাহেব থ্যাকারে। এই ছবি নিয়ে নওয়াজ উচ্ছ্বসিত। বলছেন, তাঁর জীবনে এখনও অবধি পাওয়া অন্যতম সেরা সুযোগ। এমন চরিত্র একজন শিল্পীর কাছে সারা জীবনে বেশি আসে না। নওয়াজের ভক্তদের কাছে থ্যাকারে ছবির ট্রেলার অত্যন্ত সমাদর পেয়েছে। নওয়াজ জানিয়েছেন, এতদিন যতগুলো ছবি করেছেন, এটা তাদের মধ্যে অন্যতম সেরা চ্যালেঞ্জিং কাজ।

টিম তারাদের কথা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, সায়ন্তী মণ্ডল, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha